COLLEGE NAME :- MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA,

ASSIGNMENT [ANY ONE]

ACADEMIC YEAR :- 2023-24

DEPARTMENT :- BENGALI.

TOPIC :-

[FULL MARKS-10]

1. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরা চরিত্র সম্পর্কে লেখো?
2. কবি মুকুন্দের কাব্যে আধুনিকতা তথা অভিনবত্ব?
3. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো।
4. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হাস্যরস পরিবেশনে দক্ষতার পরিচয় দাও?

FULL NAME :- SOUMEN PANDA.

ROLL NO :- 37.

SUBJECT :- BENGALI,

PAPER :- 104

SEMESTER :- 1ST SEM.

DATE OF SUBMISSION :- 29.11.23

Soumen Panda

STUDENT SIGNATURE.

Baunta.

PROFESSOR SIGNATURE.

১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরা চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা কর?

□ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি প্রধান চরিত্র ফুল্লরা, কবি স্বর্গ বিতাড়িত একটি চরিত্র কে মর্ত্যের মানবী রূপে তুলে ধরেছেন সপত্নী বিদ্বেষ তথা স্বামী প্রেমের নিরঙ্কুশ অধিকার এবং পুরাণজ্ঞান, লোকমঙ্গলচিন্তা এবং সেই সঙ্গে ব্রীড়াশীলা কর্মনিপুণা ও জীবনের নানাবিধ অভাবের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডের নায়িকা - সঞ্জয়কেতুর কন্যা, কালকেতুর পত্নী ফুল্লরা, সুখ-দুঃখের

দোদুল্যমান তরঙ্গে সে ভাসমান, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঘূর্ণাবর্তে সে পাক খেয়ে চলেছে অবিরত। সক্রিয়তা ও সজীবতায় সে অনন্যা। রবীন্দ্রনাথের মানস চক্ষেও এই ভাস্বরতা এড়িয়ে যায়নি, তাই তিনি বলেছেন -

" কবিকঙ্কন চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা ও খুল্লনা একটু নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়।"

আর বিবাহপর্বে ফুল্লরার পিতা সঞ্জয়কেতুর মুখে বর্ণিত হয়েছে তার কন্যার গুণাবলী -

এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভালো জানয়ে পসরা।
রন্ধন করিতে ভাল এ কন্যা জানে,
যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে।।

বিবাহ পরবর্তী জীবনে সে কালকেতুর যোগ্য পত্নী 'হাঁড়ির মুখের সরা' রূপে আবির্ভূত হয়। ফুল্লরা সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সহনশীল হলেও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে তার অন্তর্নিহিত নারীসত্তা মর্মাহত হয়েছে। তাই সে নিজের মন্দভাগ্য ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছে -

দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি
যে কিছু সম্বল চিন্তা ফাঁদে।
অন্নবস্ত্র নাহি ঘরে বিধি দিল হেন বরে
কর্ণবেধ জাতি ব্যবহারে।।

প্রকৃতপক্ষে সংসারের প্রতি দুর্নিবার আর স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসার সৌজন্যেই সে এই দারিদ্র লাঞ্ছিত এবং মর্মদগ্ধ জীবনযাত্রাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পতি প্রেমের এই স্বর্গরাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন ঘটেছে তখনই অনাগত ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন চিন্তায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

-> প্রকৃতিতে সে বন্য নারী, কিন্তু সামাজিক রমণীর মত সংসারে তার রক্তের। স্বামীর ভালোবাসাকে সে ভাগ করে নিতে রাজি নয়, তাই ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে শাস্ত্রীয় পরামর্শ দান করেছেন -

স্বামী বনিতার পতি   স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামী যে পরমধন   স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা।

- কিন্তু শাস্ত্রীয় উপদেশে যে আসন্ন সমস্যার সমাধান হবে না একথা উপলব্ধি করে খুল্লনা। শাস্ত্র ছেড়ে নেমে এসেছে কঠোর বাস্তবের রুক্ষভূমিতে -

সতিনী কোন্দল করে   দ্বিগুন বলিবে তারে
অভিমানে ঘর যাড়ু কোনি।
কোপে কৈলে বিষপান   আপনি তেজিবে প্রান
সতীনের কিবা হবে জানি।

→ খুল্লনা পাপ-পুন্য বোঝে, বোঝে নারীর অধিকার, এবং অনধিকার। কিন্তু সবার আগে বোঝে নিজের স্বার্থ, ও নিজের দুঃখ বিলাসে বৈচিত্র। তাই স্ত্রীকে দুঃখের কথা জানিয়ে সংসার থেকে হটিয়ে দেবার প্রবল বাসনা তার সেই বাসনার বহ্নিদহনে ব্যক্ত হয়েছে মর্মমাসে নারীর জৈবিক কামনার অনিবার্যতা -

বনিতা পুরুষ যত পীড়োনে মদনে
খুল্লনার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে।

- অথবা চৈত্রের খাদ্যাভাব ও প্রবল অভাব -

অনল সমান পোড়ে চৈত্রের খরা
চালুসেরে বান্ধি দিলু মাটিয়া পাথরা

- দুঃখের এই দীর্ঘ তালিকাতে দুঃখের চরম থাকলেও তার থেকে বড় হয়ে উঠেছে খুল্লনার অন্তগূঢ় মানসিক Tension তার সুখের সংসারে, তার শান্তির নীড় ভেঙে যাওয়ার দুঃসহ দুঃস্বপ্ন তাকে অস্থিরতার জটিল ঘূর্ণাবর্তে পাক খাইয়েছে প্রতিনিয়ত। অসহনীয় বেদনার ভারে ভারাক্রান্ত ব্যর্থ গৃহিনী অবশেষে ছুটে গেছে গোলাহাটে কালকেতুর কাছে। সন্দেহ, ক্ষোভ, অভিমানে এবং নিরতিশয় যন্ত্রনায় সে অভিযোগ করেছে -

কি লাগিয়া ওহে তুমি লোভে দিলা মন।
সেই লোভে নষ্ট হইলা লঙ্কার রাবন
নিনীষার লাথা ওঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।

এরপর ধনপ্রাপ্তিতে লোভী গ্রাম্য রমনীর লালসাতুর চেহারা নিমেষে যেন বেরিয়ে এল নিস্তরঙ্গ ব্যাধ পল্লীর সহজ সরল আবরন ভেদ করে। দারিদ্র্য ঘোচানোর জন্য দেবী চণ্ডী কেবলমাত্র একটি অঙ্গুরী দিতে চাইলে লোভী ও বুদ্ধিমত্তা স্বামীকে নির্দেশ করে বলে-

একটি অঙ্গুরী নিলে হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে ওহে ধর্মের দুর্নাম।।

এরপর ফুল্লরা নিজেকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে কলিঙ্গরাজ বাহিনীর সাথে যুদ্ধরত কালকেতুকে বীরাঙ্গনা সুলভ মনোভাবের পরিচয় না দিয়ে ধান্যঘরে আত্মগোপনের পরামর্শ দিয়েছে, অবশেষে ভাঁড়ু আবিষ্কার করেছে সে গুপ্ত স্থান। বন্দী হয়েছে কালকেতু।

□ প্রকৃতপক্ষে কবি মুকুন্দ ফুল্লরার মধ্যে দিয়েই সুস্থ গার্হস্থ্য জীবনের জয়গান গেয়েছেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পর্যবেক্ষনের দৃষ্টি স্বচ্ছ না ছিল বলেই প্রত্যন্ত জীবনের সমস্ত অলিগলিতে, আনাচ-কানাচ ভ্রমন করে তুলে এনেছে সমাজ বাস্তবতাকে। পারিবারিক সমাজবৃত্তে সুখ দুঃখের তরঙ্গভঙ্গে নিত্য দোদুল্যমান রমনীকে সীমাস্বর্গের ইন্দ্রানীতে পরিনত করার যে আত্যন্তিক প্রয়াস ছিল - মুকুন্দরামের ফুল্লরা চরিত্রে তা সাতন্ত্র অভিঘাত নিয়ে দেখা দিয়েছে। ফুল্লরা চরিত্রটিও তাই কবির করস্পর্শে সার্থকতার উচ্চপ্রদেশে উন্নীত হয়েছে।